সংবাদ সম্মেলন
প্রাক-নির্বাচনী সহিংসতা:মাঠপর্যায়ের পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য

ঢাকা, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬: মানবাধিকার সংগঠন *অধিকার* আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অংশ হিসেবে নির্বাচনকালীন সহিংসতা পর্যবেক্ষণ করেছে। প্রাক-নির্বাচন পর্বে নির্বাচনী সহিংসতা নিয়ে *অধিকার* এর মাঠপর্যায়ের পর্যবেক্ষকদের পাঠানো তথ্য-উপত্তের ভিত্তিতে *অধিকার* প্রাক-নির্বাচনী পরিস্থিতির ওপর একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে।

আজ (৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) অধিকার ঢাকার গুলশানস্থ হোটেল বেঙ্গল ক্যানারি পার্ক এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। সংবাদ সম্মেলন সঞ্চালনা করেন *অধিকার* এর পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এএসএম নাসিরউদ্দিন এলান। মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন প্রকল্প সমন্বয়ক মো: কোরবান আলী। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন *অধিকার* এর এডভোকেসী বিষয়ক পরিচালক তাসকিন ফাহমিনা এবং প্রোগ্রাম বিষয়ক পরিচালক সাজ্জাদ হোসেন।

অধিকার এর পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে নির্বাচনী সহিংসতা একটি পদ্ধতিগত সমস্যা, যা মূলত গ্রামীণ এলাকায় এবং জনসমাগমস্থল যেমন রাস্তা ও বাজারে কেন্দ্রীভূত। ভয়ভীতি প্রদর্শন ছিল প্রধান কৌশল। নির্বাচনী সহিংসতার কারণে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ঘটনায় অংশগ্রহণ নিরুৎসাহিত বা বাধাগ্রস্ত হয়েছে, অথচ প্রায় অর্ধেক ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

অধিকার এর পর্যবেক্ষণ ২২ জেলার ৫০টি আসনে অন্তর্ভুক্ত ছিল; যা সংঘটিত সহিংসতার জাতীয় চিত্রের একটি সীমিত অংশ। তবুও এই সীমিত তথ্যও জরুরি ঝুঁকি নির্দেশ করে। এই ফলাফলগুলো নির্বাচনী সহিংসতার একটি গুরুত্বপূর্ণ চিত্র তুলে ধরে, যা নির্বাচন কমিশন ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানগুলোকে গ্রামীণ এলাকায় উপস্থিতি জোরদার করা, দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া এবং নিরপেক্ষ আইন প্রয়োগ নিশ্চিত করার আহ্বান জানায়, যাতে গণতন্ত্রে জনআস্থা পুনরুদ্ধার হয়।

পটভূমি

১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত *অধিকার* বাংলাদেশের একটি মানবাধিকার সংগঠন, যা ধারাবাহিকভাবে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার রক্ষায় কাজ করে আসছে। ইউরোপীয় পার্টনারশিপ ফর ডেমোক্রেসি (EPD) এর সহায়তায় *অধিকার* ১৮ জানুয়ারি থেকে ৮টি বিভাগের ২২ জেলার ৫০টি আসনে নির্বাচনী সহিংসতা পর্যবেক্ষণ করছে। আসনগুলো হল- ঢাকা-৪ (১৭৭), ঢাকা-৫ (১৭৮), ঢাকা-১০ (১৮৩), ঢাকা-১৪ (১৮৭), মুন্সিগঞ্জ-১ (১৭১), মুন্সিগঞ্জ-২ (১৭২), মুন্সিগঞ্জ-৩ (১৭৩), নারায়ণগঞ্জ-৪ (২০৭), নারায়ণগঞ্জ-৫ (২০৮), বরিশাল-৪ (১২২), বরিশাল-৫ (১২৩), ভোলা-১ (১১৫), ভোলা-৪ (১১৮), পটুয়াখালী-৩ (১১৩), খুলনা-২ (৯৯), খুলনা-৩ (১০০), খুলনা-৫ (১০২), মাগুরা-২ (৯২), সাতক্ষীরা-১ (১০৪), সাতক্ষীরা-৩ (১০৬), ময়মনসিংহ-৩ (১৪৮), ময়মনসিংহ-৪ (১৪৯), ময়মনসিংহ-৬ (১৫১), ময়মনসিংহ-৮ (১৫৩), নেত্রকোনা-২ (১৫৯), নেত্রকোনা-৫ (১৬২), রাজশাহী-১ (৫২), রাজশাহী-২ (৫৩), রাজশাহী-৩ (৫৪), পাবনা-১ (৬৮), পাবনা-৫ (৭২). সিরাজগঞ্জ-২ (৬৩), সিরাজগঞ্জ-৪ (৬৫), পঞ্চগড়-২ (২), ঠাকুরগাঁও-১ (৩), ঠাকুরগাঁও-২ (৪), সিলেট - ১ (২২৯), সিলেট - ৪ (২৩২), সুনামগঞ্জ -২ (২২৫) এবং সুনামগঞ্জ -৫ (২২৮)।

এই উদ্যোগ, যা ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের অংশ, নিরপেক্ষ দলিলীকরণের মাধ্যমে সুরক্ষা জোরদার ও অংশীদারদের অবহিত করতে সহায়তা করছে। *অধিকার* এই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে **১৮ জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬** পর্যন্ত প্রাপ্ত ফলাফল তুলে ধরেছে।

যদিও এটি ৩০০ আসনের একটি ক্ষুদ্র অংশকে অন্তর্ভুক্ত করে, তবুও এই উদ্যোগ সময়োপযোগী প্রমাণ সরবরাহ করছে। ফলাফলগুলো পূর্ণাঙ্গ নয়, তবে তাৎক্ষণিক উদ্বেগগুলোকে সামনে নিয়ে আসে এবং বৃহত্তর মনোযোগ ও দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জানায়।

প্রধান ফলাফল

- **সহিংসতার মাত্রা:** এই সময়কালে *অধিকার* ১৪ জেলার ৩০টি ঘটনা নথিভুক্ত করেছে। চট্টগ্রামে (৭টি) ও কক্সবাজারে (৪টি)। এই দুটি জেলা প্রধান হটস্পট হিসেবে বিবেচিত ।

- **স্থান:** সহিংসতার দুই-তৃতীয়াংশ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায়; অর্ধেক জনসমাগমস্থল- যেমন রাস্তা ও বাজারে।

- **সহিংসতার ধরন:**
  - হুমকি, ভয়ভীতি ও হয়রানির ঘটনা ঘটেছে ৩৩%।
  - সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ২০%।
  - শারীরিক সংঘর্ষর ঘটনা ঘটেছে ১৭%।
  - নির্বাচনী প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হওয়ার ঘটনা ১৭%।
  - প্রাণঘাতী সহিংসতা ঘটনা ঘটেছে ১টি যেখান আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য জড়িত।

- **সম্পৃক্ত পক্ষ:** প্রাক-নির্বাচনী সহিংসতায় বিএনপ'র সম্পৃক্ততা সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেছে। তারা ১৫টি ঘটনায় জড়িত ছিল, যা মোট ঘটনার ৫০%। জামায়াতে ইসলামী জড়িত ছিল ৬টি ঘটনায়, যা মোট ঘটনার ২০%, স্বতন্ত্র প্রার্থী ৫টি ঘটনায় (১৭%) এবং অন্যান্য দলের সংখ্যা ছিল স্বল্প পরিমাণ।

- **প্রভাব:** প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ঘটনা অংশগ্রহণ নিরুৎসাহিত বা বাধাগ্রস্ত করেছে; ভুক্তভোগীরা শারীরিক আঘাত, সম্পত্তির ক্ষতি ও মানসিক চাপের কথা জানিয়েছেন।

- **কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া:** ৪৭% ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। তদন্ত বা সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা ছিল বিরল, যা দায়মুক্তির ধারণা জোরদার করেছে।

প্রধান প্রবণতা

- সহিংসতা মূলত গ্রামীণ আসন ও জনসমাগমস্থলে কেন্দ্রীভূত ছিল।
- ভয়ভীতি প্রদর্শন ছিল প্রধান কৌশল, পাশাপাশি শারীরিক সংঘর্ষ।
- দলীয় সমর্থকরা—বিশেষত বিএনপি ও জামায়াত—সহিংসতায় প্রধানত জড়িত।
- দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া সহিংসতার চক্রকে স্থায়ী করেছে এবং নির্বাচনী সততার প্রতি জনআস্থা ক্ষুণ্ন করেছে।

সুপারিশসমূহ

নির্বাচনী ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি (নির্বাচন কমিশনসহ):

- সংখ্যালঘুসহ ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিন।
- নির্বাচনের দিন এবং পরবর্তী সময়ে গ্রামীণ এলাকায় নিরাপত্তা এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতি জোরদার করুন।
- চট্টগ্রাম, কক্সবাজারসহ হটস্পটে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করুন।
- ভয়ভীতি ও সংঘর্ষে দ্রুত ও নিরপেক্ষ প্রতিক্রিয়া জানান।
- স্থানীয় অফিসে অভিযোগ ডেস্ক স্থাপন করুন যাতে নাগরিকরা সহিংসতা রিপোর্ট করতে পারে।
- আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় নিশ্চিত করুন।

রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি:

- প্রকাশ্যে অহিংসার প্রতিশ্রুতি দিন এবং ভয়ভীতি বা সংঘর্ষে জড়িত সমর্থকদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করুন।

নাগরিক সমাজ ও সংবাদমাধ্যমের প্রতি:

- ঘটনাগুলো নথিভুক্ত করা অব্যাহত রাখুন এবং ভুক্তভোগীদের কণ্ঠস্বর জোরালো করুন।

আন্তর্জাতিক অংশীদারদের প্রতি:

- রাজনৈতিক দল ও রাষ্ট্রিয় প্রতিষ্ঠানসহ নির্বাচনী অংশীদারদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন, সুরক্ষা ও জবাবদিহিতা জোরদার করুন।